এডুকেশন সেক্টরের স্থানীয় জনগোষ্ঠিদের নিয়ে পরিকল্পনা এবং কার্যকলাপ

সর্বশেষ হালনাগাদ ৩ মে, ২০১৮

জয়েন্ট রেসপন্স পরিকল্পনা উদ্দেশ্যাবলী ও পরিকল্পনাসমূহ

স্থানীয় জনগোষ্ঠিদের কাছে পৌছানোর লক্ষ্য: ১,১৫,০০০

- এডুকেশনে জয়েন্ট রেসপন্স পরিকল্পনার ২২% স্থানীয় জনগোষ্ঠিদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ভোকেশনাল ট্রেনিং, শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ এবং উপ-প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে শিক্ষা বিষয়ে সহায়তাকরন ইত্যাদি এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- একটি বড়সর অনুদান স্থানীয় জনগোষ্ঠিদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে ২০২০ সালের মার্চ পর্যন্ত এবং যাতে ৩০,৪০০ বাচ্চাদের শিক্ষা কার্যক্রমে ব্যয় করা হবে। এই অনুদান উখিয়া এবং টেকনাফের প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যয় করা হবে। শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, সহপাঠ কার্যক্রম, খেলাধুলা, লাইব্রেরি, পড়া প্রচার কার্যক্রম ইত্যাদিতে এই অনুদান কাজে লাগানো হবে।
- উখিয়া এবং টেকনাফের ১৩৭ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই অনুদান পড়ালেখার মানোন্নয়নে কাজে লাগানো হবে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ, লিঙ্গভেদে আলাদা প্রক্ষালণ ও টয়লেটের নির্মাণে এই অনুদান ব্যয় করা হবে।
- এডুকেশন সেক্টরের অংশীদাররা এই শিক্ষা মানোন্নয়নের জন্য স্থানীয় শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষকেও সহায়তা করবে।
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারি শিক্ষা অফিসগুলোও এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নের ফলাফল তত্ত্বাবধানে সরাসরি অংশ নেবে। এর মধ্যে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, ফলাফল মনিটরিং, বাচ্চাদের দৈনিক হাজিরা ও বাদ পড়া বাচ্চাদের তালিকা ও তাদের উন্নয়নে কাজ করবে।
- ২০১৮ থেকে ২০১৯ সালে এডুকেশন সেক্টর আরেকটি উদ্ভাবনী প্রকল্প হাতে নেবে যা ১৫টি স্থানীয় জনগোষ্ঠি এলাকায় পরিচালিত হবে। এই প্রকল্পে কমদামের স্মার্টফোন দিয়ে কিভাবে সুবিধাবঞ্চিত কিশোরীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে ওপেন সোর্স শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা যায় সে বিষয়ে কাজ করা হবে।

চলমান ও শেষ হয়ে যাওয়া কাজের অবস্থা

ইতোমধ্যে স্থানীয় জনগোষ্ঠিদের কাছে পৌছানো হয়েছে: ৩,৭০০

গত কয়েক বছরে স্থানীয় জনগোষ্ঠীদের জন্য অনেকগুলো প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এগুলোর মধ্যে অনেকগুলো ২০১৮ সালে এখনও চলমান রয়েছে।

- কম্প্রিহেন্সিভ স্কুল সেফটি (২০১৫ – ২০১৭)
  - কক্সবাজার জেলায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্কুলের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
- মাল্টি লিঙ্গুয়াল এডুকেশন(২০১৪-২০১৭)
  - বহু ভাষায় শিক্ষাদান। ইতোমধ্যে ১৭,০০০ সংখ্যালঘু ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বাচ্চাদের শিক্ষাদান করা হয়েছে যাদের মাতৃভাষা বাংলা বা চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা নয়।

- মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষী পাঠ্যক্রম তৈরি করা হয়েছে, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত করা হয়েছে।

► কমিউনিটি বেইজড এডুকেশন (২০১৭)
- ৪০টির বেশি জনগোষ্ঠীভিত্তিক ইসিসিডি সেন্টার স্থাপণ করা হয়েছে কক্সবাজার এবং রাঙ্গামাটি জেলায়।
- ১,২০০ জনের বেশি ১ম ও ২য় শ্রেণির ছাত্রদের ৩০টিরও বেশি স্কুল পরবর্তী সাপোর্ট সেন্টার থেকে সেবা দেয়া হয়েছে।

► সেকেন্ড চান্স এডুকেশন (২০১২-২০১৬)
- কক্সবাজার জেলাজুড়ে সেবা দেয়া হয়েছে (মহেশখালী, পেকুয়া, চকরিয়া, রামুসহ কক্সবাজার সদর);
- ৮,০০০ প্রাইমারিপূর্ব বাচ্চাসহ ১২,০০০ বাচ্চাদের অগতানুগতিক প্রাথমিক শিক্ষা সেবা দেয়া হয়েছে;
- অন্যান্য কাজের মধ্যে অভিভাবকদের শিক্ষা, জনগোষ্ঠির সংশ্লিষ্টতা, বইপড়া ক্লাব উল্ল্যেখযোগ্য।

► টেকনোলজি সাপোর্ট টু স্কুল (২০১৬-২০১৭)
- ৬টি ইন্টারনেটসহ কমপিউটার সেন্টার স্থাপন ও উন্নতকরণ
- মাধ্যমিক স্কুলে ৬টি লাইব্রেরি.

► ইনফ্রাস্ট্রাকচার সাপোর্ট (২০১৬ - ২০১৭)
- ৬টি স্থানীয় জনগোষ্ঠির স্কুলের আধুনিকায়ন যার মধ্যে সীমানা প্রাচীর, অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ, পয়নিষ্কাশন সুবিধাসহ টয়লেট স্থাপণ ইত্যাদি উল্ল্যেখযোগ্য।

রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা শুরু হবার পর অগাস্ট ২০১৭ পরবর্তী সময়ে, ৩ সহযোগী প্রতিষ্ঠান স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষা নিয়ে সেবা দিয়ে চলেছে। এর মধ্যে প্রধানত শিক্ষা উপকরণ, শ্রেণিকক্ষ উন্নতকরণ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ অন্যতম।

শিক্ষা নিয়ে সরকারের সক্ষমতা ও সমন্বয় উন্নয়ণ:

► এডুকেশন সেক্টর নিয়মিতভাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং জেলা প্রাথনিক শিক্ষা অফিসের সাথে শিক্ষা নিয়ে সমন্বয় করে থাকে। বিশেষ করে লার্নিং ফ্রেমওয়ার্ক গঠনে এবং ক্যাম্প পরিদর্শনে।
► এডুকেশন সেক্টর ত্রাণ, শরণার্থী ও প্রত্যাবাসন কমিশনের সাথে ক্যাম্পগুলোতে লার্নিং স্পেস ও তার মানচিত্রে অবস্থান নিয়ে কাজ করেছে।

চ্যালেঞ্জসমূহ

- স্বল্প অনুদান সত্ত্বেও এডুকেশন সেক্টর কিছু অল্পসংখ্যক সহযোগী প্রতিষ্ঠান সহযোগে স্থানীয় জনগোষ্ঠিদের সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

- স্থানীয় জনগোষ্ঠিদের প্রতি দূর্যোগ ব্যবস্থাপনার স্বল্প মনোযোগ থাকায় সত্ত্বেও এডুকেশন সেক্টর তাদের সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

- বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা শুরু হবার পর অগাস্ট ২০১৭ পরবর্তী সময়ে, কক্সবাজার জেলার শিক্ষা ব্যবস্থা সকল মাপকাঠিতে পিছিয়ে পড়েছে। যেমন প্রথম শ্রেণিতে পরাশুনার হার এখানে ছেলেদের ৭২.৬% এবং মেয়েদের ৬৯.১% যেখানে পুরো বাংলাদেশের হার ৯৮% (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০১৬)। সেইসাথে স্কুলে বাদপড়াদের হারও এখানে সবচেয়ে বেশি, ৩৯.৬% ছেলে এবং ২২.৮% মেয়ে যেখানে পুরো বাংলাদেশে এই হার যথাক্রমে ২২.৩% এবং ১৬.১%। সবসহ আনুমানিক ২৮.৫% প্রাথমিক (পুরো দেশে ২৩%) এবং ৩৬.১% মাধ্যমিক (পুরো দেশে ২৪%) স্কুলের বাইরে আছে।

স্থানীয় জনগোষ্ঠিতে প্রাথমিকে ভর্তি

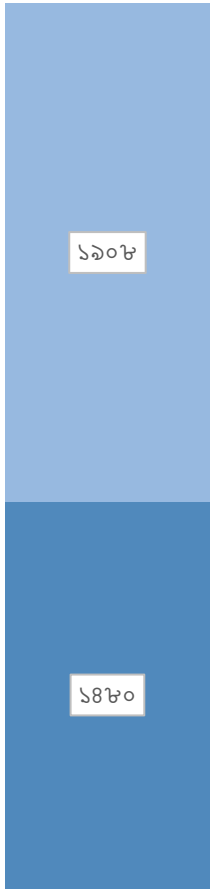

স্থানীয় জনগোষ্ঠিতে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

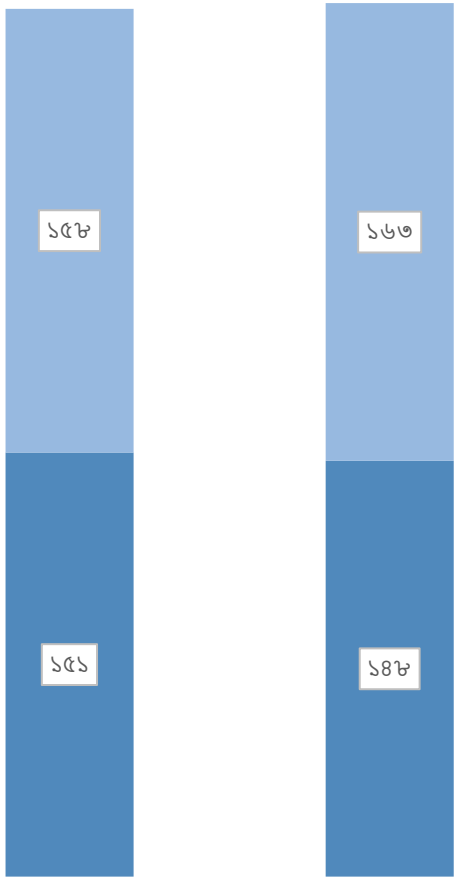

স্থানীয় জনগোষ্ঠিতে যথাক্রমে প্রাথমিক পূর্ব ও প্রাথমিকে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ: ছেলে মেয়ে

স্থানীয় জনগোষ্ঠিতে প্রাথমিকে ভর্তি: ■ ছেলে ■ মেয়ে

■